অভিষেক ঐশ্বরিয়ার আলোচিত শুভ পরিণয়!

সাইফ মুন্না

অমিতাব বচ্চন! এক নাম। অমিতাব বচ্চন! এক প্রতিভা। অমিতাব বচ্চন! ট্রাজেডি। অমিতাব বচ্চন! এক ভারত। অমিতাব বচ্চন! এক আলোড়ন। অমিতাব বচ্চন! এক পরিচিতি। অমিতাব বচ্চন! বলিউড নামের একটা ফিল্‌ম ইন্ডাষ্ট্রি।

ভারতের ফিল্‌ম ইন্ডাষ্ট্রির সব চাইতে নামী-দামি এই অভিনেতা সমগ্র ভারত বর্ষ ছাড়িয়ে তার নামের ব্যাপ্তি ঘটিয়েছেন সারা বিশ্বময়। ভারতের বলিউড নামের এই ফ্লিম ইন্ডাষ্ট্রিতে এই অভিনেতা একটা আইকন, একটা আইডল হিসেবে স্বিকৃত। বিশ্বময় এই অভিনেতার রয়েছে এক অসাধারণ গ্রহন যোগ্যতা এবং দর্শক প্রিয়তা। অভিনয়কে যিনি তার রক্তের সাথে মিশিয়েছেন। তাঁর সমস্ত শিরা-উপশিরা, ধমনী, হৃদপিন্ড প্রত্যেকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গো অভিনয়ের কথা বলে। শুধু ভারতীয় ফ্লিম ইন্ডাষ্ট্রি বললে ভুল হবে।

যে পরিবারের রয়েছে ভারতের রাজনীতিতেও প্রভাব। অমিতাব বচ্চন, ভারতের প্রয়াত প্রধান মন্ত্রি রাজীব গান্ধির খুব ঘনিষ্ট বন্ধু ছিলেন। অমিতাভ বচ্চন পত্নি 'জয়া বচ্চন' ভারতের লোকসভার বর্তমান সদস্য। আর এভাবেই এই পরিবার সমগ্র ভারতে সব চাইতে নাম করা পরিবারের একটি।

অভিষেক ঐশ্বরিয়ার বিয়ের দিনের কিছু দুর্লভ ছবি দেওয়া হল

এই পরিবারেরই ছেলে '**অভিষেক বচ্চন**'। যিনি সমগ্র ফ্লিম ইন্ডাষ্ট্রিতে বচ্চন জুনিয়র নামে অধিক পরিচিত। বাবা-মা দু'জনেই ভারতীয় ফ্লিম ইন্ডাষ্ট্রির সব চাইতে নাম করা অভিনেতা-অভিনেত্রী বিধায়, তাদের রক্ত সব সময় অভিনয়ের দিকে ধাবিত হবে এটাই স্বাভাবিক। আর তার সুত্র ধরে এগিয়ে যাওয়া অভিষেক বচ্চন অনেকটা পরিণত বয়সে ভারতের অনেক বড় স্বনাম ধন্য পরিচালক জেপি দত্তের হাত ধরে ভারতীয় ফ্লিম ইন্ডাষ্ট্রিতে পা রাখেন **রেপুজি** ছবির মাধ্যমে।

তার সহ শিল্পি হিসেবে এই ছবিতে অভিনয় করেন ভারতের আরেক নাম করা কাপুর পরিবারের মেয়ে গ্লামারাস, সুদর্শনা, তন্বি **'কারিনা কাপুর'**। এই ছবিতে দু'জনেই নতুন ছিলেন। নবাগতা হলেও কারিনা কাপুর তার সুণিপন অভিনয় দক্ষতা দিয়ে দর্শক হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছেন। সে তুলনায় বচ্চন জুনিয়র তেমন একটা আলোচিত হতে পারেননি।

কিন্তু ছবিটি তুলনামুলক ব্যবসা সফল হয়নি, এক রকম ফ্লপ ছবির কাতারে নাম লেখায়। প্রথম অভিনয় জীবনে এত বড় ধাক্কা সামলাতে বচ্চন জুনিয়রকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। যদিনা, বচ্চন পরিবারের কেউ না হত হয়তঃ এতদিনে হারিয়ে যেত দুর আকাশের নীলিমায় এমন মন্তব্য ছিল ভারতীয় ফ্লিম ইন্ডাষ্ট্রির সাথে জড়িত অনেকের। এতবড় ফ্লিম ইন্ডাষ্ট্রিতে টিকে থাকতে হলে লাগে টেকনিক, লাগে অভিনয় প্রতিভা, লাগে প্রভাব। সব চাইতে যে জিনিসটা বেশি জরুরী ছিল তা হচ্ছে প্রভাব। আর বচ্চন জুনিয়রের এটার ছিল শক্ত ভিত্তি। যার কারণে অনেক পরিচালক বচ্চন জুনিয়রকে নিয়ে ছবি বানিয়ে নিজেদের ছবি গুলোকে ফ্লপ ছবির তালিকায় নাম লেখিয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তুলতে পারেন নি।

অভিষেক বচ্চন! আজ যিনি সমগ্র বিশ্বের এক আলোচিত-সমালোচিত বিয়ের নায়ক। এই গল্পের নায়িকা যিনি পরেছিলেন বিশ্ব সুন্দরীর মুকুট, যিনি তার সৌন্দর্য্যের মায়া জালে চোখ ঝলসিয়েছেন হাজারো-লক্ষ-কোটি ভক্ত তরুনের। যিনি তার মায়া ডোরে বেধেঁছিলেন বলিউড ফ্লিম ইন্ডাষ্ট্রির আরেক আলোচিত সমালোচিত এবং লক্ষ কোটি ভক্ত তরুনীর হৃদয়ের স্পন্দন সুদর্শন সালমান খানকে এবং সুরেশ ওবরয়ের সু-পুত্র তরুন অভিনেতা বিবেক ওবরয়কে। ভারতের এই নীল নয়না সুন্দরীর নাম '**ঐশ্বরিয়া রায়**'।

অভিষেক ঐশ্বরিয়ার বিয়ের দিনের কিছু দুর্লভ ছবি

যিনি এ্যাশ নামেও পরিচিত। এই নীল নয়না সুন্দরীর প্রথম ভারতীয় ফ্লিম ইন্ডাষ্ট্রিতে পা রাখেন 'আ আব লট চলে' ছবির মাধ্যমে। প্রথম ছবিতেই সেক্সসিম্বল নায়িকা হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করেন বলিউডে। ছবির আগা গোড়া থেকেই তার সেক্সী ইমেজ তুলে ধরার চেষ্টা করেন। এই ছবিতে তার সহ শিল্পী হিসেবে অভিনয় করেন, আরেক নামী অভিনেতা বিনোধ খান্নার ছেলে অক্ষয় খান্না।

এই নীল নয়না সুন্দরীর প্রথম ছবিটিও ফ্লপ ছবির তালিকায় নাম লেখায়। অভিষেক বচ্চনের সাথে ঐশ্বরিয়া রায়ের প্রথম ছবি 'ডাই আক্সার প্রেম কি' এই ছবিটিও ফ্লপ হয়। এভাবে একের পর এক ফ্লপ ছবি উপহার দিতে থাকে এই দুই অভিনেতা-অভিনেত্রী। তার পরও এরা একের পর এক ছবি করতে থাকেন।

অবশেষে এই পরমা সুন্দরী ঐশ্বরিয়া রায়ের আঁচলে বাধাঁ পড়ল এক বড় সাফল্য। সঞ্জয় লীলা বানসালীর হাম দিল দে চুকে ছনম ছবির মাধ্যমে নন্দিনী চরিত্রে অভিনয় করে রিতীমত হৈ-চৈ ফেলে দেন এ্যাশ। এই ছবিতে তাঁর সহশিল্পি হিসেবে অভিনয় করেন, হার্টথ্রব সালমান খান এবং এ্যাকশন ও ইনোসেন্ট ইমেজের হিরো অজয় দেবগন। ছবিটি সে বছর ভারতীয় চলচিত্র পুরষ্কারের কয়েকটি শাখায় পুরষ্কৃত হয়।

সে থেকে আর এ্যাশ কে পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। আর একই ছবিতে অভিনয় করতে গিয়ে সালমান-ঐশ্বরিয়া জড়িয়ে যান প্রেমের বন্ধনে। সালমান-ঐশ্বরিয়ার প্রেম নিয়ে সারা ভারতবর্ষে নানা রকম স্ক্যান্ডালের সৃষ্টি করে। তখন এই প্রেমের কাহিনী বলিউডের অন্যান্য প্রেম কাহিনীর চাইতে বেশি আলোচিত ছিল।

অভিষেক ঐশ্বরিয়ার বিয়ের দিনের কিছু দুর্লভ ছবি

এর পর পরিচালক সঞ্জয় লীলা বানসালী ঘোষনা দেন দেবদাস বানাবেন নতুন করে, এতে নায়ক-নায়ীকা হিসেবে এ্যাশ, মাদুরী দীক্ষিত এবং কিং খান উরপে শাহরুখ খানকে কাষ্ট করেন। দেবদাসের আলোচিত চরিত্র, পার্বতী চরিত্রে এ্যাশ কে কাষ্ট করেন বানসালী। সঞ্জয় লীলা বানসালীর হাম দিল দে চুকে ছনম থেকে আজ পর্যন্ত এই নীল নয়না পরমা সুন্দরী অভিনেত্রি ঐশ্বরিয়া রায়কে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি, স্ব-দর্পে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছেন এই সুন্দরী অভিনেত্রী ।

সালমান খানের সাথে নানা নাটকীয়তায় প্রেমের পাঠ চুকিয়ে এই সুন্দরী অভিনেত্রী তার প্রেমের খোলামেলা দ্বিতীয় শিকার হিসেবে বিবেক ওবরয়কে বেচে নেন। বিবেকের সাথে ঐশ্বরিয়ার প্রেম নিয়ে সাবেক প্রেমিক সালমান আর বিবেক চরম দ্বন্ধে জড়িয়ে পড়েন। এক পর্যায়ে দু'জন দু'জনকে হত্যার হুমকি পর্যন্ত দিতে থাকেন। বিবেক, সালমানের দ্বন্ধ যখন চরমে চতুর এ্যাশ ছিলেন নির্বিকার। মনে হয় যেন কিছু হয়নি এ রকম একটা ভাব ছিল ঐশ্বরিয়ার মাঝে। বিবেক-ঐশ্বরিয়ার সম্পর্ক চলাকালীন সময়ে বিবেক-ঐশ্বরিয়া অভিনীত কিউ হো গায়ানা ছবিটি মুক্তি পায়, যা তাদের প্রেমের ভিত্তিকে মানুষের মনে আরো চাঙ্গা করে তোলে। এরি মধ্যে বচ্চন জুনিয়রের সাথে কাপুর খান্দানের আরেক ললনা কারিশমা কাপুরের গড়ে উঠে দহরম মহরম সম্পর্ক।

অভিষেক ঐশ্বরিয়ার বিয়ের দিনের কিছু দুর্লভ ছবি

যা পরে বিয়ের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। অভিষেক কারিশমার বিয়ের আগেই কারিশমা যেন বচ্চন পরিবারের একজন সদস্য এই মোতাবেক তাদের চলাচল। প্রায় সব কিছু ঠিক, শুধু বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা হতে বাকী, ঠিক এই মুহূর্তে এক সর্বনাশা ঝড় ভেঙ্গে দিল সব কিছু। ভেঙ্গে গেল বচ্চন জুনিয়ররের স্বপ্ন। কারিশমা বিয়ে করে ফেললেন তাদের পারিবারিক বন্ধু সঞ্জয় কাপুর নামের এক ব্যাবসায়ীকে। বচ্চন জুনিয়রের আগে বাসরের স্বাদ নিলেন কারিশমা কাপুর। বচ্চন জুনিয়র হোচট খেল খুব বড় করে। প্রচন্ড এই মানসিক যন্ত্রনায় হয়ত ওর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে থাকে। এর পর বচ্চন জুনিয়রের একের পর এক ছবি ব্যবসা সফল হতে থাকল। খুলে গেল নতুন দুয়ার, স্ব-মহিমায় আবির্ভূত হল বচ্চন জুনিয়র খ্যাত অভিষেক বচ্চন।

সালমানের পর অপেক্ষাকৃত কম বয়সের বিবেককেও এক সময় এ্যাশ পাশ কাটিয়ে গেলেন। এদিকে বয়সও বেড়ে চলচে ধেই-ধেই করে। তাই খুঁজতে লাগলেন তার উপযুক্ত বরকে। কিন্তু সারা ভারতময় এ্যাশের যোগ্য তেমন কাউকে মেলাতে পারেনি ঐশ্বরিয়া রায়। অবশেষে চোখ পড়ল অভিষেক বচ্চনের উপর। এ যেন হীরের টুকরো ছেলে। সব দিক দিয়ে ঐশ্বরিয়ার চাইতে কোন অংশে কম নয় বরং একটু বেশি বৈকি। যদিও ঐশ্বরিয়ার চাইতে অভিষেকের বয়স কয়েক বছর কম, তাতে কিছু যায় আসেনা।

এদিকে অভিষেকও চেয়েছেন এমন কিছু। অভিষেক বিয়ের জন্য তৈরী হয়েই ছিলেন, কিন্তু মনের মত এবং যোগ্য কাউকে মেলাতে পারছেন না বিধায় বচ্চন জুনিয়রেরও বিয়েতে বিলম্ব হচ্ছে। আর এমনি মুহূর্তে মেঘ না চাইতে বৃষ্টির মত হয়ে ধরা দিল ঐশ্বরিয়া। এবার আর সালমান নয়, বচ্চন জুনিয়র তার মনে মনে গাইলেন-চাঁন চুপা আচলমে, সরমাকে মেরী আখী, আয়ারে আয়া চান্দা...।

অভিষেক ঐশ্বরিয়ার বিয়ের দিনের কিছু দুর্লভ ছবি

নানা রকম নাটকীয়তায় অভিষেক বচ্চন আর ঐশ্বরিয়ার প্রেম এগিয়ে গেল শুভ পরিণয়ের দিকে। পারিবারিক ভাবে বিয়ের সিন্ধান্ত হয়। কিন্তু বিয়ের দিনক্ষন এবং গোত্র বিষয়ে শুরু হয় আরেক নাটকীয়তা। দু'জনে হিন্দু কিন্তু, আলাদা-আলাদা গোত্রের হওয়াতে হিন্দু ধর্মের কিছু নিয়ম নীতি মেনে চলতে হবে। হিন্দু সমাজের পুরোহিতদের মতে ঐশ্বরিয়াকে আগে একটি কলাগাছের সাথে বিয়ে দিতে হবে নিয়ম অনুযায়ী। যেই কথা সেই কাজ এ্যাশকে বিয়ে দেওয়া হল একটি কলা গাছের সাথে।

যা আমাদের সমাজে পৃথিবীর নবম আর্শ্চয্য হিসেবে গন্য করার মত একটা বিষয়। কলা গাছের সাথে বিয়ের পর এ্যাশের দ্বিতীয় বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক হয় অভিষেক বচ্চনের সাথে। তাদের এই বিয়ের আগ থেকেই সারা বিশ্বময় শুরু হয় গুঞ্জন। সবার একই চিন্তা শেষ পর্যন্ত এই বিয়ে ভালভাবে সম্পন্ন হবে তো?

অভিষেক ঐশ্বরিয়ার বিয়ের দিনের কিছু দুর্লভ ছবি

আর এমনটি মনে হওয়ার কারণ ঐশ্বরিয়ার আগের কর্মকান্ড এবং আগের প্রেমিকদ্বয় যদি না কোন ঘটনা করে বসেন। আবার হয়ত এ পর্যন্ত এসে যদি ঐশ্বরিয়া আগের মত ছিটকে পড়েন, এরকম নানা রকম সব গল্প গুঞ্জনের অবসান ঘটিয়ে অভি-এ্যাশ বিয়ের পীড়িতে বসলেন। তাদের বিয়ের পিড়িতে বসার দিন হয়ে গেল আরেক নাটকীয়তা। আরেক ভারতীয় রমনী অভিষেকের স্ত্রী দাবি করে আদালতে মামলা ঠুকেন অভিষেকের নামে।

যদিও তা বিয়ের অনুষ্ঠানে কোন রকম প্রভাব ফেলেনি। সব চাইতে যে বিষয়টি এই বিয়েতে লক্ষনীয় তা হল এই বিয়ে যেমন জমকালো হওয়ার কথা ছিল তা আর হয়নি। বিয়ের নিমন্ত্রন মিলেনি ভারতের তিন বিখ্যাত খান সহ আরো অনেক নামী-দামী মানুষের। আর এভাবেই শেষ হল ভারত তথা সমগ্র দুনিয়ার এই আলোচিত শুভ পরিণয়। সারা বিশ্বের মানুষের মত আমাদেরও রইল শুভ কামনা এই নব দম্পতির প্রতি।

প্রতিবেদক
বিভাগীয় সম্পাদক/মরুপলাশ
রিয়াদ-সউদী আরব
২৯এপ্রিল২০০৭ইং
saif.munna@gmail.com